www.babalokenath.org

পরম পুরুষ শ্রী শ্রী লোকনাথ ব্রহ্মচারী বাবার দিব্য আদেশ প্রাপ্ত শ্রীমৎ শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী প্রতিষ্ঠিত

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের

দিব্য জীবন

লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের দিব্যজীবন

Lokenath Divine Life Missioner Divya Jeevan

সপ্তবিংশতি বর্ষ / Vol. - 27, Issue No. - 2 | দ্বিতীয় সংখ্যা, ২২ মার্চ, ২০২২ / March 22, 2022 | ৭ই চৈত্র, সনঃ ১৪২৮

সংসারের সমস্ত কর্মই জানবে তাঁর সেবা, এই ভাবটাই সব সাধনার মূল কথা। মনকে শুদ্ধ শান্ত করার এমন পথ আর কিছুই নেই।

— ঠাকুর শ্রীশ্রী ভজন ব্রহ্মচারী

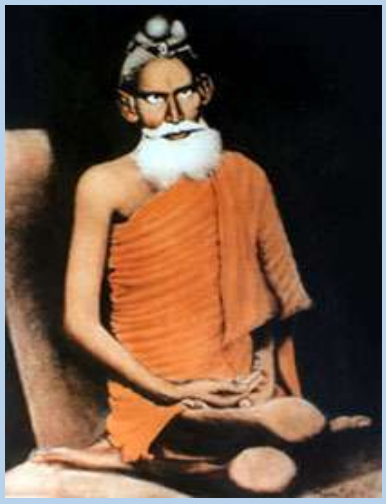

"संसार में जब मनुष्य का शरीर लेकर आए हो तो दस की सेबा करो. उनको प्रसन्न करके अपने जीवन को सार्थक बना लो। इसमें तुम्हारा भी कल्याण है, जगत का भी कल्याण हो।"

— परमपुरुष श्रीश्री बाबा लोकनाथ

গুরু কৃপাহি কেবলম্

সৎসঙ্গে না বসলে জীবনের গুরুত্বই বুঝতে পারতামনা। জীবনের অর্দ্ধেক সময় কেটে যাবার সেটা বুঝতে পারলাম। তার জন্য প্রথমে কৃষ্ণাদির কাছে আমি কৃতজ্ঞ। সংসার জীবনে যে এখন অত সুন্দর ও পবিত্র হয়ে উঠেছে সেটা কৃষ্ণাদির হাত ধরে 'বাবাজী'র কাছে না পৌঁছালে বুঝতে পারতাম না। যেদিন থেকে বাবাজীর সান্নিধ্য লাভ করলাম সেদিন থেকে মনে হলো জীবনে জ্ঞানের আলো প্রবেশ করলো। এত দিন অন্ধকারে ঘুরে বেড়াচ্ছিলাম। বাবাজী সাকার গুরু। এত দিনে জানলাম 'নিরাকার' গুরুর সাধনা হয় সাকার গুরুর মাধ্যমে। আগে কোনো কিছু ভাল বা মন্দজ ঘটলে সেই নিরাকার গুরুর ভজনা করতাম। কিন্তু এমন বাবাজীর জ্ঞানের আলোয় আলোকিত হয়ে বুঝতে পেরেছি সাকারে গুরুকে প্রয়োজন, আমি মনে মনে সেই গুরুর খোঁজ ও পেয়ে গেছি। এখন 'আমি' সেই আগের আমি নেই প্রতিদিন আমি আমাকে পরিবর্তন করতে পেরেছি কিন্তু মনে অনেক সাহস অর্জন করতে পেরেছি সেটা বুঝতে পারি, তাঁর জন্য 'কৃতজ্ঞতা জানাই বাবাজীকে। এখন সব সময়ই চেষ্টা করি মনের খোঁজ করতে, মন কি চাই, মন থেকে কি কথা উঠে আসে, তা অনুভব করতে মন যে কতটা সাহসী তার কথা বলি-২০১৫ সালের ডিসেম্বর মাসে আমার স্বামীর জ্বর হয়। ওষুধ চলে কিন্তু জ্বর কমতে চায় না। বুকে সর্দ্দি জমে বুকে ব্যথা শুরু হয় রাত্রে ডাক্তারবাবু ওষুধ দিলেন, বললেন রাত্রে বাড়াবাড়ি হলে হসপিটালে নিয়ে যেতে। রাত্রে ওষুধ খেয়ে শুয়ে পড়ার পর আমি শুয়ে পড়ি এবং ঘুমিয়ে পড়ি, হঠাৎ কে যেন আমায় খুম ভাঙিয়ে দেয়, দেখি আমার স্বামীর ভীষণ দুকে ব্যথা ও স্বাস কষ্ট হচ্ছে, সে টেবিল ধরে দাঁড়িয়ে আছে কিন্তু আমাকে বলছে, আমি ঠিক আছি, তুমি শুয়ে পড় সকালে ডাক্তার বাবুকে খবর দিও। সঙ্গে সঙ্গে ডাক্তার বাবুকে ফোন করলাম রাত তখন ৩টে। ডাক্তার বাবু নিজে একজন heart এর রুগী কিন্তু গুরুর অপার করুণা তিনি ফোন ধরলেন, সব শুনলেন এবং বললেন আমি Nursing home এ ফোন করে দিচ্ছি, তুমি দাদাকে নিয়ে চলে এসো। তখন আমি ছেলেকে, নন্দাইকে আর বাবলিকে জানিয়ে ভর্তি করলাম এবং সব কিছু যেন নির্ধারিত ছিল। সব কিছু সুষ্ঠ ভাবে হলো, সে কয়েক দিন শারিরীক কষ্ট ভোগ করে সুস্থ হয়ে উঠলো। এ ঘটনা যে, কি ভাবে সম্ভব হলো কে যে অলখ্যে দাঁড়িয়ে সাহস জাগালো, সেই তাঁকে অর্থাৎ গুরুজীকে আমার কৃতজ্ঞতা সে দিন যারা আমার পাশে ছিল ও সাহায্যো হাত বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাদের কথা না বললে ভগবান ও আমায় ক্ষমা করবেন না।

— মমতা মণ্ডল

When ever you feel upset, tense, and worried, just wrap your thumb with the fingers of your other hand and feel the pulsing. Close your eyes, feel the pulse, breathe soft and mindful breaths. Watch the magic how all these negative feelings and thoughts just melt away…

~~Bodhi Shuddhaanandaa

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে

আমি অকৃতি অধম ব'লেও তো, কিছু কম করে মোরে দাওনি
যা দিয়েছো, তারি অযোগ্য ভাবিয়া, কেড়েও তো কিছু নাওনি।

জন্মাষ্টমীর পূণ্য তিথিতে বাবা লোকনাথ এই ধরাধামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, জগতের সমস্ত গ্লানি, পাপ-তাপ, দুঃখ-কষ্ট ধুয়ে মুছে স্বধামে ফিরিয়ে নিয়ে যাবেন বলে। দুঃখ-কষ্টে, বিপদের দিনে বাবা বিপদ হরণ মধুসূদন হয়ে দাঁড়ান সকলের পাশে। একবার বাবা বলে ডাকলে কার সাধ্য আর তাঁর সন্তানকে স্পর্শ করে।

আমার মনে হয় অধ্যাত্ম জগতে চলার প্রথম সোপান হল, কি পাইনি সেটা নিয়ে খেদ প্রকাশ না করে, কি পেয়েছি সেটার জন্য কৃতজ্ঞ হওয়া। আর জীবনে সব কিছু পেতেই হবে, এমন কিছু চুক্তি মনে হয় আমাদের সাথে ভগবানের হয়নি। কিছু চাওয়ার আগে একটু ভাবা দরকার যা চাইছি সেটা পাবার যোগ্যতা আমার আছে কি না? তিনি তো দেবার জন্য দাঁড়িয়ে আছেন। কিন্তু তিনি যা দেবেন তার ভার যদি বইতে না পারি! হাতে দেবার সাথে সাথেই যদি তা হাত থেকে ফেলে দিই, তাহলে সে পাওয়ার মান থাকলো কোথায়?

অনেক সময় আমরা দেখি অনেক প্রার্থনা পূরণ হয় না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তিনি আমাদের প্রার্থনা শুনলেন না বা শুনছেন না। তিনি জানেন সন্তানের কিসে মঙ্গল হবে। প্রথমিক ভাবে নিরাশ হলেও আমরা দেখি পরবর্তী কালে আরো অনেক ভালো কিছু হল। তখন আনন্দের সীমা থাকে না। কিন্তু এই ভালোটা হওয়ার জন্য এই প্রাথমিক খারাপটার খুব দরকার ছিল, না হলে এই ভালোটা দেখা যেত না। তাঁর প্রতি পূর্ণ শরণাগত হতে পারলে বুঝতে পারা যায় তিনি কি চাইছেন। কুমোর যখন তার চরকার উপর মাটির তাল দিয়ে সেই মাটির তালটিকে একটি আকৃতি দিতে চায় আর তখন যদি সেই মাটির তালটি তার মনের মত আকৃতি না নেয় তা হলে কুমোর আবার সেটিকে নতুন করে তৈরী করে যতক্ষণ না সেটি তার মনের মত হয়। ঠিক তেমনই জন্মার্জিত সংস্কারের ফলে আমাদের তিনি যে রূপটি দিতে চাইছেন সেটি ঠিক ঠিক যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ নিস্তার নেই। আর এই ঠিক ঠিক না হওয়ার পেছনে দায়ী আমাদের সন্দেহপ্রবণ অবিশ্বাসী অন্ধকার মন। এই মনের অন্ধকার যদি কোন ভাবে দূর হয় তাহলে আর চিন্তা নেই, তিনি যে অদূরেই দাড়িয়ে আছেন হাত ধরবেন বলে।

জগৎ গুরু বাবা লোকনাথ বলেছেন, 'তোদের আমার কাছে কোন স্বার্থই নেই, সব স্বার্থ তো আমার। আমিই যে তোদের না দেখে তোদের মুখের বাবা ডাক না শুনে থাকতে পারি না, তাই তো তোদের কাছে এসে একটু ভালোবাসা পাওয়ার জন্য কত সাধ্য-সাধনাই করে চলেছি।' ভগবান আপন হতে চাইছেন, কাছে আসতে চাইছেন কিন্তু এতোটাই অধম মন আমাদের যে কাছে পেয়েও

-- *এরপর দুয়ের পাতায়*

করুণাময় বাবা লোকনাথ

গত 2nd January কথা। আমার বৃদ্ধ বাবা হঠাৎ তীব্র শ্বাসকষ্ট নিয়ে B.M.Birla Hospital এ ভর্তি হলেন। Heart এর কিছু প্রাথমিক পরীক্ষার পর Doctor রা মনে করেছিলেন mild attack হয়েছে। Blockage আছে কিনা নিশ্চিন্ত করতে angiography করানোর সিদ্ধান্ত ওনারা নিলেন। angiography report এ বেরোলো mulliple blockage যা আমরা কল্পনাই করিনি। সঙ্গে সঙ্গে ওনারা রায় দিলেন এটা openheart surgery-র case, নিদেনপক্ষে Angioplasty এবং একজন heart surjeon এর সাথে কথা বলতে বললেন। সেটা করা হলো এবং তিনিও একই রায় দিলেন। যে ডাক্তার attend করেছিলেন উনি বললেন বাবার এই advance age এ (৮৭ yrs) openheart surgery বা Angiogplasty দুটোই খুব risky. এর alternative হলো medicine-এ রাখাও খুব care-এ রাখা। কিন্তু এই decision নেওয়াটা উনি আমাদের ওপর ছেড়ে দিলেন। আমরা

-- *এরপর দুয়ের পাতায়*

সম্পাদকীয়

অনেক ক্ষমতাই হারিয়ে গেছে

বিজ্ঞানের অগ্রগতির যুগে সমস্ত বিষয়ে আমাদের জ্ঞান বহু গুণে বৃদ্ধি পেয়েছে বলে আমরা দাবী করি, কিন্তু আমাদের এই জ্ঞান মূলত পুঁথিগত বিদ্যা, প্রাচীন, ক্রান্তদর্শী ঋষিদের কাছে জ্ঞান এসেছিল সমগ্র ব্রহ্মাণ্ড থেকে ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম-- এই পঞ্চভূত থেকে, তাঁরা হয়তো আধুনিক প্রযুক্তি বা কৌশলী বুদ্ধিতে আমাদের থেকে পিছিয়ে ছিলেন, কিন্তু পঞ্চভূত থেকে আহরণ করা তাঁদের অমিত জ্ঞান আজ আমরা হারিয়ে ফেলেছি।

বাবা লোকনাথের প্রত্যক্ষ শিষ্য ব্রক্ষানন্দ ভারতী মশাই তাঁর ''সিদ্ধজীবনী'' গ্রন্থে এ প্রসঙ্গে কি বলছেন দেখা যাক, ''কেবল বুদ্ধির হীনতাবশতঃ প্রাচীন লোকেরা আমাদের মত কলাকৌশল আবিষ্কার করিতে পারে নাই, আমরা ক্রমোন্নতির পথে ধাবিত হইয়া সভ্যতার উচ্চতম সোপানে অধিরূঢ় হইয়া এই সকল যন্ত্র আবিষ্কার করিতে সমর্থ হইতেছি; কালে আরও কতই করিব, এখনকার সভ্যতাভিমানী লোকেরা কালে আর কতই করিব ভাবিয়া ক্ষান্ত থাকে; কিন্তু সেই চরমোন্নতির সীমা কোথায় একথা ভাবিয়া দেখিতে অবকাশও পায়না। আমরা এ বিষয়ে কিছু মস্তিষ্ক চালনা করিয়াছি; আমরা দেখি, মনুষ্যের স্বাভাবিক দর্শন শ্রবণ ও চলন শক্তির যে অভাব ঘটিতেছে তাহার ক্ষতি পূরণার্থ চশমা, দূরবীক্ষণ, টেলিফোন, বাইসিকল্ প্রভৃতি সিদ্ধিলাভ করা হইয়াছে, এইসকল যন্ত্রসিদ্ধির বাহুল্য প্রচার দ্বারা আমাদের স্বাভাবিক শক্তিসকল প্রবলমাত্রায় বিলুপ্ত হইয়া আসিতেছে; কালে ঐ সকল শক্তি এত সঙ্কুচিত হইবে যে, তাহার সমাবেশের জন্য এত বড় দেহের আর আবশ্যক হইবে না, অতি ক্ষুদ্র শরীরেই সামান্য ইন্দ্রিয় শক্তির সমাবেশ হইতে পারিবে। সুতরাং মনুষ্য বিশেষ পরিমাণে ক্ষুদ্রদেহে ধারণ করিতে বাধ্য হইবে।''দেহ ক্ষুদ্র হবে কিনা তা আমরা মানিনা, কিন্তু আমাদের হৃদয়ের প্রসার যে ক্রমশঃ কমে আসছে তা আমরা বিলক্ষণ জানি, ইন্দ্রিয়দের যে স্বাভাবিক কার্যকলাপ এককালে নিতান্তই সাধারণ ব্যাপার ছিল যেমন দূরদর্শন, দূরশ্রবণ যা প্রাচীন আর্যঋষিদের কাছে নেহাতই স্বাভাবিক শারীরিক ঘটনা হিসাবে প্রতিভাত হত তা এখন কোথায়? আমরা কি ক্রমশঃ যন্ত্রনির্ভর, প্রযুক্তিনির্ভর প্রতিবন্ধী মানুষে পরিণত হচ্ছিনা?

শেষ করবো মিশনের প্রাণ পুরুষ বোধি শুদ্ধানন্দ মহারাজের কথা দিয়ে, তিনি বলছেন, ''There is no knowledge in philosophy that is yet unperused by your mind... Have you ever heard those words that are not from vast libraries of the external world but whose source lies in the even vaster treasures within you that is the 'Source' of all?'' অর্থাৎ দর্শনশাস্ত্রে এমন কোন জ্ঞান নেই যা তোমার মনের অগম্য, কখনও কি এমন হয়েছে যে তুমি স্থিরাসনে বসেছ আর চেষ্টা করছ সেই সমস্ত শব্দ শুনতে যা তোমার সত্ত্বার গভীর থেকে উৎসারিত? শুনেছ কি সেই শব্দ যা বিরাট পাঠাগারের কোন বইতে লেখা নেই, আছে তোমার ভেতরের গভীরতর সত্ত্বায় যা সমস্ত জ্ঞানের উৎস? এই জ্ঞান যা মানবসত্ত্বার গভীরতম অনুভুতি তা বোধহয় একালে আমাদের ছেড়ে গেছে।

মিশন সংবাদ

অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলেছে মিশনের নরনারায়ণ সেবা ও শিশুশিক্ষা দানের কাজ

এর আগের মিশন সংবাদে জানানো হয়েছিল যে সুন্দরবনের হাসনাবাদ থানার বাঁশতলি গ্রামে লোকনাথ ডিভাইন লাইফ মিশনের উদ্যেগে প্রত্যহ অসহায়, দরিদ্র প্রায় শ'খানেক মানুষকে অন্নদানের কাজ চলেছে, অত্যন্ত আনন্দের বিষয় এই যে, এই সংখ্যা বর্ধিত হয়ে বর্তমানে দাঁড়িয়েছে ১৩৮ এ অর্থাৎ আরও বেশ কিছু মানুষ মিশনের এই নরনারায়ণ সেবা প্রকল্পের আওতায় এসেছেন। এই প্রকল্পে নবতম সংযোজন যে মানুষটি, তিনি সত্তর বছর বয়সে সুন্দরবনের ভাণ্ডারখালি শিববাড়ি থেকে প্রতিদিন প্রায় আড়াই কিলোমিটার পথ পায়ে হেঁটে মিশন প্রদত্ত ভাত, ডাল, সব্জি নিতে আসেন। মানুষটি নিতান্ত অসহায়, প্রায় বধির, উপার্জনহীন এবং স্বাভাবিকভাবেই নিতান্ত অবহেলিত, পুত্র ও সংসার পরিত্যক্ত। মিশন প্রদত্ত অন্নেই বর্তমানে তাঁর দিননির্বাহ হয়। অর্থৎ অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান-মানুষের এই তিন প্রাথমিক চাহিদার মধ্যে মূল যে চাহিদা-অন্ন, তা অসহায় মানুষের মাঝে বিতরণের কাজটি হয়ে চলেছে মিশনের পরিচালনায়, প্রচারের অন্তরালে, শহর থেকে বহুদূরে বাঁশতলি নামের এই ছোট্ট গ্রামটিতে।

একইসঙ্গে বিজয়নগর গ্রামে বাবা লোকনাথের মন্দির পর্যন্ত প্রধান যে রাস্তাটি এতকাল কাঁচা রাস্তা ছিল তা ঢালাই করে পাকা সড়কে পরিনত করার কাজ চলছে। মন্দির সংলগ্ন যে মিটিং ঘরটি এবং স্কুল বাড়িটি আমফান ঝড়ে ভেঙে গিয়েছিল, সেই ঘরটিও নতুনভাবে নির্মিত হচ্ছে। এই স্কুল ঘরটি সাময়িক ভাবে বন্ধ ছিল এতদিন, আশা করা যাচ্ছে সংস্কারের কাজ শেষ হলে ফেব্রুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহেই তা পুনরায় ছাত্রছাত্রীদের জন্য খুলে দেওয়া সম্ভব হবে। সমগ্র সুন্দরবনের বিভিন্ন জায়গা মিলিয়ে মোট ৯২ টি প্রাথমিক শিক্ষাদানের বিদ্যালয় রয়েছে এবং নতুন বছর এই ২০২২-এ মোট ৯ জন নতুন শিক্ষিকা বিভিন্ন স্কুলে যোগদান করেছেন। মিশন পরিচালিত এই স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের বৈশিষ্ঠ্য হচ্ছে- শিক্ষা এখানে পণ্য নয়, শিক্ষা এখানে শিশুদের অফুরান আনন্দের উৎস, ঘরে মায়ের কাছে শিশুরা যে স্নেহ পেয়ে থাকে, বিদ্যালয়ে শিক্ষিকার কাছেও যাতে সেই স্নেহের ছোঁয়া তারা পায়-মিশন সর্বতোভাবে সে ব্যাপারে যত্ন নিয়ে থাকে, সর্বাধিক ৩২ জন এবং সর্বনিম্ন ১৬ জন শিশু নিয়ে চলে এক একটি বিদ্যালয়, গ্রামের শিক্ষিত মেয়েরা এগিয়ে এসেছেন এই স্কুলগুলিতে শিক্ষাদানের কাজে। অতিমারীতেও কিন্তু একটি দিনের জন্য বন্ধ থাকেনি শিশুশিক্ষার এই গুরুত্বপূর্ণ কাজ। এক একটি বিদ্যালয়ে পড়ুয়ার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় তাদের মধ্যে শারীরিক দূরত্ব বজায় রাখা সহজেই সম্ভব হয়েছে আর আছে গ্রামের উদার, নির্মল পরিবেশ। আশা করা যায় আগামী দিনগুলোতে বাবা লোকনাথের করুণায় এবং শুদ্ধানন্দ ব্রহ্মচারী মহারাজের অনুপ্রেরণায় সমস্ত প্রকল্পগুলি ঠিক এভাবেই অপ্রতিরোধ্য গতিতে এগিয়ে চলবে।

চরণ ধরিতে দিয়ো গো আমারে

-- প্রথম পাতার পর

তাঁর চরণ দুটো জড়িয়ে ধরি না, একবারও বলি না আর তোমায় ছাড়বো না।

তব আশিস কুসুম ধরি নাই শিরে
পায়ে দলে গেছি, চাহি নাই ফিরে
তবু দয়া করে কেবলি দিয়েছ
প্রতিদান কিছু চাওনি।

লিখতে গিয়ে একটা সুন্দর কথা মনে হল, এক বার 'রাম' নামে কোটি ব্রহ্মহত্যার পাপ হরে। মহাত্মারা বলেছেন নাম পারে প্রারব্ধকে খণ্ডন করতে, অসম্ভবকে সম্ভব করতে। নামের মহিমা অপার। তাই কলির জীবের একমাত্র পথ নাম। তুলসী দাসজী রামায়ণ লিখতে গিয়ে রামের উপমা খুঁজেছিলেন, কিন্তু সর্ব শেষে তিনি এই সিদ্ধান্তে আসলেন রামের উপমা রাম-ই হতে পারে। রামের বিকল্প রাম-ই।

ভাওয়ালের রাজা বাবা লোকনাথের ফটো তুলতে আসলে বাবা প্রথমে সেই ফটো তুলতে রাজি হননি। বাবা প্রশ্ন করেছিলেন 'এই ছবি দিয়ে কার কী উপকার হবে?' এই প্রশ্নের উত্তরে রাজা বলেছিলেন 'বাবা আপনার মতন জীবন্মুক্ত মহাপুরুষের ছবি যে ঘরে থাকবে সে ঘর পবিত্র হয়ে যাবে, এক মহাতীর্থে রূপান্তরিত হবে, গৃহস্বামীর সর্বাঙ্গীন মঙ্গল হবে।' বহু মানুষের কল্যাণের জন্য কল্যাণময় দীনদয়াল ঠাকুর রাজি হলেন ফটো তুলতে। ধরা দিলেন দয়াল ঠাকুর লোকনাথ। যিনি নিজে ধরা দিলেন, তাকে ফেলে কোথায় যাবো? এমন দয়াল ঠাকুরকে ফেলে কোথায় খুঁজে বেড়াবো?

আমি ছুটিয়া বেড়াই, জানিনা কি আশে
তবু যাহা চাই সকলি পেয়েছি
তুমি তো কিছুই পাওনি।

যে বাবার কৃপাকে উপলব্ধি করেছে সে তো ধন্য। যে বাবাকে চেনে না, বাবাকে জানে না, বাবার কৃপা সম্বন্ধে যার ধারণা নেই এই লেখা তার জন্য। এক বার যদি সে আমার দীনদয়াল বাবার নামটি ধরে ডাকে, তাহলে নামের গুণে নামির কৃপা তার উপর ঝরে পড়বে, এ আমার পূর্ণ বিশ্বাস।

তাঁর কথা লিখবো এমন ধৃষ্টতা আমার কোথায়? কী বা আমার ক্ষমতা? তিনি যদি ধরা না দেন কার ক্ষমতা তাঁকে ধরে। নিজমুখে প্রভু আমার নিজ নাম না করলে কার ক্ষমতা তার নাম করে। এই লেখা সার্থক তখনই হবে যখন ঘরে ঘরে ভক্ত হৃদয়ে বিরাজ করবেন বাবা লোকনাথ। এই অধম সন্তানের অঞ্জলি গ্রহণ করো।

জন্মাষ্টমীর মহা তিথিতে বাবার শ্রী চরণে নিবেদন।

-- সুরজিত দত্ত

করুণাময় বাবা লোকনাথ

-- প্রথম পাতার পর

ভীষণ মানসিক চাপে পড়ে গেলাম কারণ এই decision এর উপর সব কিছু নির্ভর করছিলো। আমরা কি করবো বুঝে উঠতে পারলামনা! C.C.U থেকে বাবাকে দেখে যখন ফিরছি আমি তখন একা, আমি তখন কাঁদছি, প্রসঙ্গত বলে রাখি বাবা লোকনাথকে আমি অন্তর থেকে ভীষণ ভীষণ মানি। এই পুরো সময় ধরে বাবা লোকনাথকে আমি এই অবস্থা থেকে ত্রাণের জন্য ক্রমাগত ডেকে গেছি। এবং আমি যখন লিফটের কাছে এসেছি তার কিছুক্ষণ আগেও বাবাকে প্রার্থনা করেছি আমার বাবাকে সুস্থ করে তোলার জন্য।

যাই হোক, যখন লিফটের সামনে আমি একা, হঠাৎ উল্টোদিকের ward থেকে একজন মহিলা বেরিয়ে এসে আমাকে বললেন তুমি কাঁদছো কেনো। উনি পুরো ঘটনা আমার কাছ থেকে শুনে বললেন এসো আমার সঙ্গে। আমরা কেউ কাউকে চিনিনা কিন্তু ঈশ্বর প্রেরিতরা বোধহয় এভাবেই আসেন। লিফটে নামতে নামতে শুনলাম উনি একজন সরকারি খুবই উচ্চপদস্থ এবং influential official এবং ওনার সাথে এই hospital এর অত্যন্ত বড় স্বনামধন্য একজন heart specialist এর অত্যন্ত ভালো পারিবারিক level এ পরিচয় রয়েছে। উনি সোজা আমাকে নিয়ে সেই প্রখ্যাত heart specialist এর chamber এ ঢুকলেন। সেই heart specialist অত্যন্ত ভালো ব্যবহার করলেন, পুরো case history শুনে অনেক কিছু বুঝিয়ে finally পরামর্শ দিলেন কোনো operation-এ না যেতে এবং সাহস দিলেন medicine-এ-ই রাখতে। এই decision, যেটা আমরা কিছুতেই নিতে পারছিলাম না, আমার দৃঢ় বিশ্বস বাবা লোকনাথ এই যোগাযোগ করিয়ে দিয়ে এই প্রখ্যাত doctor-এর মুখ থেকে সেটা আমাদের শুনিয়ে দিলেন। আমি নিশ্চিন্ত হয়ে বেরিয়ে এলাম doctor-এর chamber থেকে এবং finally বাবাকে discharge করিয়ে আনলাম শুধুমাত্র লোকনাথ বাবা আর medicine-এর মাধ্যমে। বাবা লোকনাথের পরম আশীর্বাদে আমার বাবা এখন সুস্থ আছেন। বাবা লোকনাথকে সর্বদা আমার অন্তরের অন্তস্থল থেকে কৃতজ্ঞতা জানাই। শতকোটি প্রণাম বাবার শ্রীচরণে।

-- সৌমেন দত্ত

Printed by **Swami Shuddhananda Brahmachari** Published by **Swami Shuddhananda Brahmachari** on behalf of Lokenath Divine Life Mission, Tel. : 9831038183 and Published at 277 Shanti Pally, Kolkata - 700 107. Editor: **Mousumi Pal**